আয়কর বিভাগকে তোপ মমতার
চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ পৌষ ১৪২৫ শনিবার ৪.০০ টাকা 12 January 2019 Saturday 20 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

রায় ও মার্টিন®
Class 5 to 10
সহায়িকা
উলটে দেখুন, তফাতটা চোখে পড়বে

প্রতীক্ষার অবসান
আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ
২০ পাতার
পুরোনো ফিচার পাতা নতুন সাজে
আজ প্রকাশিত
তারাদের কথা, সংস্কৃতি, নন্দিনী, কৃষিকর্ম, টেকনোবিটস

বদলির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইস্তফা অলোক ভার্মার

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ আগামী ৩১ জানুয়ারি তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার মাত্র ২০ দিন আগে সিবিআইয়ের অধিকর্তার পদ থেকে তাঁকে দমকল, অসামরিক প্রতিরক্ষা ও হোমগার্ডের ডিজি পদে বদলি করায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অলোক ভার্মা। সাফ জানালেন, তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি। মিথ্যে অভিযোগে বদলি করা হয়েছে তাঁকে।

শুক্রবার নতুন দায়িত্ব গ্রহণের কথা ছিল অলোক ভার্মার। কিন্তু সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের সচিবকে একটি চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন অলোক। সেইসঙ্গে নিজেকে আজ থেকে 'সুপারঅ্যানুয়েটেড' বলে স্বীকৃতি দেওয়ারও আর্জি জানান তিনি। অলোকের সাফ কথা, সিবিআইয়ের অধিকর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা কী হবে সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব নিয়োগ কমিটির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। গতকাল রাতে অলোককে সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁর জায়গায় সিবিআইয়ের অন্তর্বর্তীকালীন অধিকর্তা হিসেবে সংস্থার অতিরিক্ত অধিকর্তা এম নাগেশ্বর রাওকে কাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাগেশ্বর রাও দায়িত্ব নিয়েই

সিবিআইতে ডামাডোল অব্যাহত

গত ৯ ও ১০ তারিখ অলোক যে বদলির নির্দেশগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি বাতিল করে দেন। সূত্রের খবর, অলোক ভার্মার বিরুদ্ধে শীঘ্রই দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হতে পারে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সিবিআই অধিকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি অলোক ভার্মাকে সংস্থার অধিকর্তার পদ থেকে সরিয়ে হোমগার্ডের ডিজি পদে বদলি করে। ওই কমিটিতে ছিলেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের প্রতিনিধি বিচারপতি একে সিক্রি ও লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গে এই অপসারণের বিরোধিতা করলেও ২-১ ভোটাভুটিতে সিদ্ধান্তটি পাস হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই অলোকের দ্বিতীয়বার অপসারণের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএমের মতো বিরোধী দলগুলি।

কংগ্রেস সভাপতি দুবাই সফরে যাওয়ার আগে গোটা ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'মোদিজির মন জুড়ে শুধুই ভয়। উনি ঘুমোতে পারছেন না। ভারতীয় বায়ুসেনার থেকে ৩০ হাজার কোটি চুরি করে অনিল আম্বানিকে দিয়েছেন উনি। পরপর দুবার সিবিআই প্রধান অলোক ভার্মাকে বরখাস্ত করে উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিজের মিথ্যার জালে উনি জড়িয়ে গিয়েছেন। সত্যমেব জয়তে।' অলোককে সরানোর ঘটনায় বিজেপিকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'সিবিআই অধিকর্তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চলছে। কাউকে পছন্দ না হলেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবকিছুরই একটা লক্ষণরেখা থাকা উচিত।' সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও কার্যত একই সুরে গোটা ঘটনার নিন্দা করেন।

অন্যদিকে, সিবিআইয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা এপি সিং মনে করেন, তদন্তকারী সংস্থায় যেভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে নতুন অধিকর্তাকে এর ভাবমূর্তি নতুন করে গড়তে হবে।

কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অলোক বলেছেন, 'আমার সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি। গোটা প্রক্রিয়া এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে আমাকে সরিয়ে দেওয়া যায়।' অলোক বলেন, 'সিবিআই এমন একটি তদন্তকারী সংস্থা যার স্বাধীনতা সবসময় রক্ষা করা উচিত। বাইরের কোনো প্রভাব ছাড়াই এই সংস্থার কাজ করা উচিত। যখন এই সংস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে তখন আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি।' বিশেষ সিবিআই অধিকর্তা রাকেশ আস্থানার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে অলোক জানান, তাঁর প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন একজন ব্যক্তির মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং অতিরঞ্জিত অভিযোগগুলির ভিত্তিতে নিয়োগ কমিটি যেভাবে তাঁকে বদলি করেছে তাতে তিনি দুঃখিত।

> আমার সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি। গোটা প্রক্রিয়া এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে আমাকে সরিয়ে দেওয়া যায়।

শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের গেটে টিএমসিপির গুন্ডাবাজি

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টেয় শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের সামনে নিগ্রহের খণ্ডচিত্র। মাটিতে যিনি পড়ে রয়েছেন, যিনি টিএমসিপির কর্মীদের আক্রমণের শিকার, ছবি দেখে বোঝা যাবে না তিনি একজন শিক্ষিকা। –সংবাদচিত্র

অভিযুক্ত বিএসএনএল আধিকারিক

কয়েক লক্ষ টাকার তামার কেবল গায়েব

খোকন সাহা ● বাগডোগরা

১১ জানুয়ারি ঃ ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর এক আধিকারিক সংস্থার বাগডোগরা কার্যালয়ের স্টোর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার তামার কেবল সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুপিসারে সরিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, নিজের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে শামিল করে ওই আধিকারিক এই কাজ করেন। এ নিয়ে কর্মী সংগঠনগুলির কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাটি কেন্দ্র করে সংস্থায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে শুক্রবার বহুবার চেষ্টা করা হলেও মোবাইল ফোন না ধরায় ওই আধিকারিকের কোনো বক্তব্য মেলেনি। এসএমএস করা হলেও তাঁর তরফে কোনো সাড়া মেলেনি। ওই আধিকারিকের বিষয়ে অভিযোগ ওঠার বিষয়টি দপ্তরের তরফে স্বীকার করা হয়েছে। সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার এ কে ডাকুয়া বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিএসএনএল সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সময় রাস্তার পাশ থেকে বিপুল পরিমাণে তামার তার তুলে সংস্থার বাগডোগরা কার্যালয়ের স্টোরে মজুত করা হয়। সেখানে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার তামার তারের পাশাপাশি আরও কিছু সামগ্রী মজুত করা হয়। অভিযোগ, দপ্তরের এক আধিকারিকের নির্দেশে স্টোরটি থেকে তামার তার সহ সমস্ত সামগ্রী সম্প্রতি একটি ট্রাকে তুলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, শুধু বাগডোগরা স্টোর থেকেই নয়, সংস্থার বাগডোগরা এক্সচেঞ্জের অধীনে যে ১৫টি ছোটো এক্সচেঞ্জ রয়েছে সেগুলি থেকেও এভাবে চুপিসারে বহু সামগ্রী সরিয়ে বেআইনিভাবে তা বহু লক্ষ টাকায় বাইরে বিক্রি করা হয়েছে। বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, মেডিকেল কলেজ, পানিঘাটা, বেঙডুবি, নেপানিয়া, এয়ারফোর্স, ঘোষপুকুর, বিধাননগরের মতো এক্সচেঞ্জগুলি থেকে এভাবে বহু

এরপর পনেরোর পাতায়

উন্নয়নের শত্রু হিংসা

রহিত বসু ● শিলিগুড়ি

১১ জানুয়ারি ঃ যেকোনো দেশে যেকোনো আর্থিক পরিকাঠামোয় উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত যে শান্তি বজায় রাখা তা বোঝার জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কোনো দরকার নেই। যুগে যুগে বিভিন্ন মতের অর্থনীতিবিদরা আর্থিক বিকাশের বিভিন্ন তত্ত্বের সওয়াল করলেও একটি বিষয়ে তাঁরা অন্তত একমত এবং তা হল- যদি তুমি উন্নয়ন চাও, আর্থিক অগ্রগতি চাও, দারিদ্র্যের অন্ধকার দূর করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। অতএব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সরকার গড়ার পর থেকে উন্নয়নের কর্মসূচিকেই পাখির চোখ করেছেন, তখন ধরে নিতে হবে তাঁর দলের কর্মীবাহিনী তাঁর সেই কর্মসূচির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবেন এবং নেত্রীর ঘোষিত কর্মসূচি রূপায়ণে ইতিবাচক পদক্ষেপ করবেন। যখন দলের সবস্তরের কর্মীর কথা আসে তখন তার মধ্যে ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের কথাও আসে। সেই ছাত্র সংগঠন যার পতাকায় লেখা থাকে শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন, দেশপ্রেম। কিন্তু আপনি যদি তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত এই স্লোগান বিশ্লেষণ করে তার কর্মীদের আচরণের সঙ্গে মেলাতে যান তাহলে ভুল হবে। শুক্রবার দুপুরে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের যেসব কর্মী পাশবিকভাবে এক শিক্ষিকাকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছেন তাদের বিশুদ্ধ দুষ্কৃতী বললে বাংলা ভাষার অপলাপ হবে না। এ শুধু শিলিগুড়ির অসুখ নয়, এই প্রবণতা রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতেও রয়েছে। কখনো কখনো মনে হয় এই টিএমসিপির কর্মীরা যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মসূচি বানচাল করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন। কখনও টিএমসিপির এইসব কর্মীকে দেখে মনে হয় এরা যেন বিরোধী শিবিরের কৌশল রূপায়ণ করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করেছেন। নাহলে যে দলের সর্বোচ্চ নেত্রী প্রতিনিয়ত উন্নয়নের কথা বলেন, গরিব মানুষের কল্যাণের কথা বলেন, সবস্তরের মানুষের সুরক্ষার কথা বলেন, যাঁর সবথেকে জনপ্রিয় স্লোগানই হল 'বদলা নয়, বদল চাই', তাঁর দলের ছাত্রকর্মীদের আচরণ এতটা পাশবিক ও হিংস্র হতে পারে না।

ছাত্র সংগঠন এক সময় সিপিএম এবং বামফ্রন্ট সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। সব কলেজের ইউনিয়ন রুম চলে গিয়েছিল বহিরাগতদের দখলে। কলেজের ছাত্র সংসদ পরিচালিত হত পার্টি অফিস থেকে। জমানা বদলেছে, কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সেই প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনও বাইরের লোকেরাই কলেজে গিয়ে দাদাগিরি করে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করে। এ সমাজ যেন হিংসাকে বুকে আগলে রাখার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে।

আজ রাতে বুকে ব্যথা?
হার্ট অ্যাটাক নয় তো?
হার্টের চিকিৎসায় ভরসা থাকুক ডিসানে
DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY 90516 40000
শিলিগুড়িতে ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে

দেশনায়কের পথে

- এখনও অনেকের মনে হয়, হঠাৎ যদি কেনো একদিন নেতাজি এসে হাজির হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই তিনি অদৃশ্য, কিন্তু এখনও তিনি বাঙালির সব থেকে বড়ো হিরো। কেবল বাঙালিই নয়, বহু ভারতবাসীই আজ বিশ্বাস করেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছনে মূল অবদান নেতাজির।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই অবিস্মরণীয় পটভূমিকায় নেতাজি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে লড়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ। সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও তখনকার বর্মা হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রবেশ করেছিল মণিপুরে, ভারতের মাটিতে।

এখন সেই পথেই নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতি খুঁজে ফিরবেন সাইকেলে আফ্রিকা এবং সাহারা মরুভূমি অভিযান খ্যাত অভিযাত্রী অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়
অনিন্দ্য তাঁর টাটকা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের সঙ্গে।

বোনকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার শিকার শিক্ষিকা

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ ব্রিগেডে তৃণমূলের সভার প্রচারে মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য পড়ুয়াদের ওপর জবরদস্তির অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের টিচার-ইন-চার্জের (টিআইসি) কাছে কলেজের এসএফআই নেত্রী অনিন্দিতা চক্রবর্তী স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। টিএমসিপির কর্মীদের তা পছন্দ হয়নি। শুক্রবার কলেজের গেটের সামনে অনিন্দিতা চক্রবর্তীর দিদি অয়ন্তিকা চক্রবর্তীকে রাস্তায় ফেলে পেটাল টিএমসিপির কর্মীরা। অয়ন্তিকা দেবীডাঙ্গার কাছে সরকার অনুমোদিত একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। ঘটনাস্থল থেকে অনিন্দিতার বাবা তথা সিটু নেতা অজয় চক্রবর্তীকে আটক করে নিয়ে যায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। রাতে তাঁকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় দুই পক্ষই শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে জানিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় দার্জিলিং জেলা এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা টিএমসিপি ব্রিগেডের সভার সমর্থনে একটি মিছিল বের করে। সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। মিছিলে অন্যান্য কলেজের মতো মহিলা কলেজ থেকেও জোর করে ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। মহিলা কলেজের এসএফআই ইউনিট এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। শুক্রবার সকালে কলেজে এসে এসএফআইয়ের স্মারকলিপির জবাবে পালটা স্মারকলিপি দেয় টিএমসিপি ইউনিট। দুপুর ১টা নাগাদ কলেজে আসেন এসএফআই নেত্রী অনিন্দিতা। কলেজে ঢুকতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন টিএমসিপি সমর্থকরা। জোর করে তাঁকে দিয়ে একটি মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয়। বাইরে হইচই শুনে কলেজের অধ্যাপিকারা অনিন্দিতাকে নিজেদের ঘরে বসান। সেখান থেকেই বাবাকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান অনিন্দিতা। খবর পেয়ে বাবা অজয় চক্রবর্তী এবং দিদি অয়ন্তিকা কলেজের সামনে যান। বোনকে বের করে আনার জন্য কলেজে ঢুকতে গেলেই অয়ন্তিকাকে বাধা দেয় টিএমসিপি সমর্থকরা। ১০-১২ জন ছাত্রী ঘিরে ধরে তাঁকে। তিনি জোর করে ঢুকতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। ধাক্কাধাক্কি গড়ায় চুলোচুলিতে। অয়ন্তিকাকে রাস্তায় ফেলে পেটায় টিএমসিপি সমর্থকরা। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বহিরাগতও শামিল হয়ে যায়। বেধড়ক মারা হয় অয়ন্তিকাকে। ঘটনাস্থলে মারমুখী চেহারায় দেখা যায় কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী তথা টিএমসিপি নেত্রী সোনিয়া করকে। বোতল দিয়ে অয়ন্তিকার মাথায়, মুখে মারা হয়।

তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা টিএমসিপির সভাপতি নির্ণয় রায়। অনিন্দিতার বাবা মেয়েকে মার খেতে দেখে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। সেইসময় টিএমসিপি সমর্থক সুশ্বেতা করচৌধুরিকে টেনে এনে ধাক্কা দেন তিনি। এরপরই উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। অজয়বাবুকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে কলেজের ছাত্রীরা। টিএমসিপির জেলা সভাপতির নির্দেশে অজয়বাবুকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে অজয় চক্রবর্তীকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়।

এরপরেও পরিস্থিতি ঠান্ডা না হওয়ায় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শিলিগুড়ি থানার আইসি দেবাশিস বসু। তিনি সকলকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেন। পুলিশ কলেজে ঢুকে অনিন্দিতাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। অয়ন্তিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

বিকেলে অয়ন্তিকাকে দেখতে হাসপাতালে যান মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। শহরে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই ধিক্কার মিছিল বের করে। মিছিল শেষে থানায় যান বামফ্রন্টের জেলা নেতৃত্ব। লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অজয়বাবুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলা হয়। টিএমসিপির তরফেও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'নৈরাজ্য চলছে।' দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকার বলেন, 'তৃণমূল শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য তৈরি করছে এটা তার নিদর্শন।' অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলা টিএমসিপির সভাপতি নির্ণয় রায় বলেন, 'বহিরাগতরা এসে আমাদের সমর্থকদের উপরে চড়াও হয়। আমাদের মেয়েরা প্রতিহত করে। আমরা কাউকে মারিনি। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

মহিলা কলেজের টিচার-ইন-চার্জ স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা দেখি ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চস্বরে কথা হচ্ছে। তখন অনিন্দিতাকে আমাদের ঘরে এনে বসিয়ে রাখি। এরপর বাইরে কী হয়েছে তা জানি না। পরিচালন সমিতিকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি।'

আমার মুখে বোতল দিয়ে মারল ওরা

অয়ন্তিকা চক্রবর্তী

স্কুলে থাকতেই খবর পেলাম আমার বোন অনিন্দিতাকে তার কলেজে আটকে রেখেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা। ওর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু শুনলাম ওর ফোনটা নাকি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ওকে আটকে রাখার খবরটা কলেজের অধ্যাপিকারা বাড়িতে দিয়েছেন। বাবা-মা আমাকে খবরটা জানাতেই অস্থির হয়ে উঠি। আমার বোন তো এমন কিছু করবে না যাতে ওকে কলেজে আটকে রাখা হতে পারে। কী এমন হল? বাড়িতে না গিয়ে সরাসরি মহিলা কলেজে চলে যাই। কিন্তু কলেজে ঢোকার মুখেই গেটে আটকায় কয়েকজন। তাদের প্রত্যেকেই ওই কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সংগঠনের সমর্থক। তাদের মধ্যে একজনের নাম সুশ্বেতা, আর একজন সোনিয়া বলে শুনেছি। আমি ওদের কাছে জানতে চাইলাম, কেন আমাকে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমি তো একজন ছাত্রীর দিদি। আমার তো ঢোকার অধিকার রয়েছে। আর আমি তো সেখানে কোনো কিছুর বিরোধিতা করতে যাইনি। আমি না ঢুকতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতেই ওরা সুর চড়ায়। বলে, তারা নাকি যেটা বলবে সেটাই শুনতে হবে আমাকে। এই নিয়ে কিছুক্ষণ বচসা চলে। এর মধ্যেই কয়েকজন আমাকে মারধর শুরু করে। আমাকে কলেজের সামনে মাটিতে ফেলে মারতে থাকে। কখনও আমার চুল ধরে, আবার কখনও লাথি, ঘুসি। জলের বোতল দিয়ে আমার মুখে মারা হয়। একসঙ্গে ১০-১২ জন মিলে মাটিতে ফেলে আমাকে পিটিয়েছে। আমার বাবা, মাও কলেজে গিয়েছিলেন বোনের খবর শুনে। আমাকে ওরা মারছে দেখে আমার বাবা যখন ওই ছাত্রীদের সরাতে যান তখন ওরা বলে, আপনি মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছেন, আপনার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনব। পুলিশ আমার বাবাকে থানায় নিয়ে যায়।

পরে বোনের কাছে শুনি, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। ওইদিন তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মিছিলে যাওয়ার জন্য শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ থেকেও ছাত্রীদের জোর করে বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার বোন লুকিয়ে ছিল। শুধু আমার বোনই নয়, মিছিলে যেতে আগ্রহী ছিল না এমন অনেক ছাত্রী স্কুলের শৌচাগারে গিয়ে পর্যন্ত লুকিয়ে ছিল। আমার বোন সংবাদমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলে। এতেই এদিন, আমার বোনকে ঘেরাও করে চাপ দিতে থাকে, কেন ওই ধরনের বক্তব্য রাখা হয়েছে। সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। ওর ফোন ওরা ভেঙে দেয়। পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে।

সাময়িক নির্বাসন, দেশে ফেরানো হচ্ছে হার্দিক-লোকেশকে

নয়াদিল্লি ও সিডনি, ১১ জানুয়ারি ঃ বিশ্বকাপ প্রস্তুতির মাঝে বড়োসড়ো ধাক্কা ভারতীয় দলে।

'কফি উইথ করণ' বিতর্কে কড়া পদক্ষেপের পথেই হাঁটল সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত 'কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস' (সিওএ)। তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাসিত করা হল হার্দিক পান্ডিয়া ও লোকেশ রাহুলকে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা পর্যন্ত নির্বাসন বহাল থাকবে। কাল শুরু ইন্দো-অসি ওডিআই সিরিজ না খেলেই দেশে ফিরতে হচ্ছে বিতর্কিত দুই তারকাকে।

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় নজির। ১৯৩৬-এর ইংল্যান্ড সফরের মাঝে কিংবদন্তি লালা অমরনাথকে দেশে ফেরত পাঠানো হয় শৃঙ্খলাজনিত কারণে। অধিনায়ক মহারাজা ভিজিয়ানাগ্রামের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল ভারতীয় টেস্ট ইতিহাসের প্রথম সেঞ্চুরিকারী লালা অমরনাথের। দক্ষতা নয়, প্রতিপত্তির কারণে মহারাজকে অধিনায়ক করাটা মানতে না পেরে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। বিরাশি বছর পর হার্দিকরা ফিরছেন মহিলাদের প্রতি অশালীন, বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে।

সিওএ-র তরফে নতুন করে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্তসাপেক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাসনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হার্দিকদের। চলতি অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলার বদলে দেশে ফিরে হার্দিকদের তদন্তের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এমনকি পরবর্তী নিউজিল্যান্ড সফরেও হার্দিকদের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে গেল। আসন্ন বিশ্বকাপের ফাইনাল-টাচে হার্দিক-ইশ্যু শাস্ত্রীদের পরিকল্পনা অনেকাংশে গুলিয়ে দিল।

বোর্ডের লিগ্যাল টিমের পরামর্শের প্রেক্ষিতেই কড়া অবস্থান গ্রহণ করল সিওএ। বোর্ডের প্রশাসক কমিটির প্রধান বিনোদ রাই পরিষ্কারভাবে বলেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া ও লোকেশ রাহুল, দুজনকেই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাসিত করা হচ্ছে।' প্রাথমিকভাবে দুই ম্যাচ নির্বাসিত করার পক্ষে ছিলেন বিনোদ রাই। কিন্তু কমিটির অপর সদস্য ডায়না এডুলজি তদন্ত চলাকালীন নির্বাসনের পক্ষে ছিলেন।

পাশে দাঁড়াচ্ছেন না বিরাট

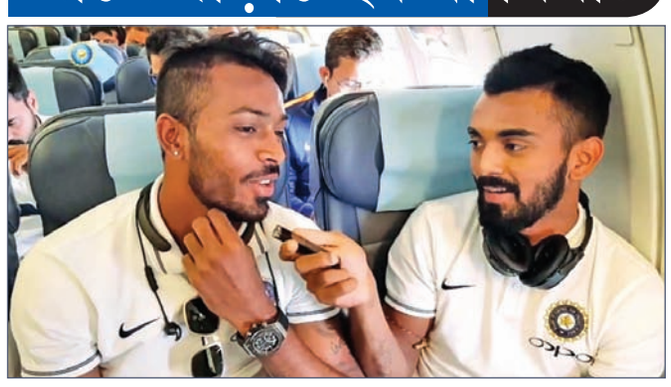

শেষপর্যন্ত বোর্ডের লিগ্যাল টিমের প্রস্তাব মেনেই সেই পথেই হাঁটল সিওএ। নিটফল, বল-গেট কেলেঙ্কারিতে স্মিথ-ওয়ার্নারের নির্বাসনে থরহরিকম্প ডনের দেশ থেকে অনির্দিষ্টকালীন নির্বাসন-সাজা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে হার্দিকদের।

এদিন দলের সঙ্গে সিডনি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ছিলেন হার্দিক, লোকেশ। নেট সেশনে গা ঘামান দুজনেই। তবে চাপ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। প্রথম শোকজের জবাবে দুজনে ক্ষমাও চেয়ে নেন। এমনকি সিনিয়র সতীর্থ মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, নিজেদের মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি, সিওএ-র আজকের সিদ্ধান্তে তা পরিষ্কার। খবর, বোর্ডের নতুন সংবিধানের 'কোড অফ কনডাক্ট'-এ হার্দিকদের বিরুদ্ধে চার্জ আনা হবে।

হার্দিকদের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট খোদ বিরাট কোহলি। তিনি জানান (তখনও অনির্দিষ্টকালীন নির্বাসনের সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি), দুই সতীর্থের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিগত মন্তব্য। এর কোনো প্রভাব পড়বে না দলের। সিডনি ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক বলেন, 'দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো অসৌজন্যমূলক মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। ওদের ভাবনা আমরা সমর্থন করি না। এটা সম্পূর্ণ ওদের মতামত, যার সঙ্গে সহমত নয় দল। দুই ক্রিকেটারও তাদের ভুলটা বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে ওদের মন্তব্য অন্যকে আঘাত করেছে, যা মোটেই ঠিক হয়নি। আপাতত অপেক্ষা করছি ওদের নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের।' সিওএ সদস্য তথা ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এডুলজি বলেন, 'লিগ্যাল টিমের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে। যত দ্রুত সম্ভব তা জানিয়েও দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার ও টিমকে।'

এরপর পনেরোর পাতায়